যেমন খুশি



যেমন খুশি

(ছোটদের কবিতা গ্রন্থ)

সোহন ঘোষ

প্রকাশক: সোহন ঘোষ

প্রথম প্রকাশ : ১৫ এপ্রিল ২০২৬ (ইংরেজি)
০১ বৈশাখ ১৪৩৩ (বাংলা)

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ নির্মাণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আংশিক সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

ISBN : 978-93-5782-780-5 (ই-বুক সংস্করণ)

সম্পাদক/লেখক/প্রকাশক :
সোহন ঘোষ (Sohan Ghosh)
(মেমারি, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১৪৬)

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ভূমিকা:–

প্রিয় পাঠক,

‘যেমন খুশি’ একটি ছোটদের কবিতার গ্রন্থ—যেখানে কোনো কঠোর নিয়মের বেড়ি নেই। মনের খুশিতে লেখা, ‘যেমন খুশি’ তেমন। এই গ্রন্থের বেশিরভাগ কবিতা মুক্ত ছন্দে রচিত। খোকা-খুকুর হাসি, টিয়া-ময়নার গান, পশু-পাখির খেলা, গ্রামবাংলার সরল ছবি আর প্রকৃতির রং মিলেমিশে এখানে তৈরি হয়েছে এক আনন্দময় জগৎ।

কবিতাগুলো সহজ ভাষায় লেখা হলেও কল্পনায় ভরপুর। কোথাও খেলাধুলা, কোথাও উৎসবের আনন্দ, কোথাও ঋতুর বদল—সবই শিশুমনের পরিচিত অনুভূতিতে ধরা দিয়েছে। ছন্দ, তাল ও লোকজ শব্দের ব্যবহারে কবিতাগুলো পড়তে যেমন মজা দেয়, তেমনই ছোটদের মনে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও মানবিকতার বীজ বুনে দেয়।

‘যেমন খুশি’ গ্রন্থটি পড়তে পড়তে যদি কারও মুখে হাসি ফোটে, মন আনন্দে ভরে ওঠে, কল্পনার ডানা মেলে কিংবা বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা জন্মায়—তবেই এই গ্রন্থের যাত্রা সার্থক।

‘যেমন খুশি’ পড়ুন, ‘যেমন খুশি’ অনুভব করুন।

— লেখক: সোহন ঘোষ

সূচিপত্র

১. মোদের দুর্গাপূজা ০৮
২. বোলতা কহে, বোলতানি ০৯
৩. ও পাড়ার টিয়া ১০
৪. ফুটলো ভোরের আলো ১১
৫. তেপান্তরের সাপুড়ে ১২
৬. এপার—ওপার গঙ্গা ১৩
৭. রঙিন সকাল ১৪
৮. মামার বিয়ে ১৫
৯. মন জয়ের চেষ্টা ১৬
১০. খোকার বিয়েবাড়ি ১৭
১১. তালপুকুরের মাঠে ১৮
১২. রান্নার মাস্টার ১৯
১৩. কালো মেঘে ২২
১৪. টিয়া–ময়না ২৩
১৫. মাছের বিয়ে ২৩
১৬. অ-আ, ক-খ ২৪
১৭. কমলা গ্রামের ভোলা ২৫
১৮. ছোট্ট গ্রাম ২৬
১৯. খোকার বায়না ২৭
২০. ময়নার বিয়ে ২৮
২১. আষাঢ়ের বর্ষায় ২৯
২২. আজকের এই রবিবারে ৩০
২৩. মনোহর গ্রাম ৩১
২৪. গল্প হবে ৩২
২৫. টিয়া পাখি ৩৩
২৬. আয় দাদা ৩৩
২৭. গজা রাজ্যের রাজা ৩৪
২৮. ও টিয়া ৩৫
২৯. দুটি কবিতা ৩৬
৩০. শেখাও আমায় ৩৭
৩১. টিয়ের বিয়েতে পেঁচা ৩৮
৩২. কলকাতা যাবে বাঘ–সিংহ ৩৯
৩৩. ওরে খুকু, বাড়ি আয় ৪০
৩৪. যা ইচ্ছে তাই ৪১
৩৫. ময়না ও টিয়ের বিয়ে ৪১
৩৬. দুষ্টু একটা কাঠবিড়ালি ৪২
৩৭. চৈত্র মাসের দুপুরে ৪৩
৩৮. খোকার মামাবাড়ি ৪৪
৩৯. হতাম যদি ৪৫
৪০. খোকার বিয়ে ৪৬
৪১. কাসির কাজের বাজনা ৪৭
৪২. ময়ূরের বিয়ে ৪৮
৪৩. হাবুর শ্যালক ৪৯
৪৪. বাগানের মালি কাঠবিড়ালি ৫০
৪৫. হাবু ও ডাক্তারবাবু ৫১
৪৬. করলাম আজ প্রতিশ্রুতি ৫২
৪৭. মামার বাড়ি ৫৩
৪৮. স্বপ্নময় সমাজ ২ ৫৪
৪৯. খোকা ও কাঠবিড়ালি ৫৫
৫০. আয়রে আয় ৫৮



মোদের দুর্গাপূজা

মোদের উল্লাস, মোদের আশা—
মোদের এই দুর্গাপূজা।

কী জাদু ওই ঢাকের তালে,
শুনলে কোমর দোলে;
ঢাকের কাঠি জাগায় প্রাণ,
গাইতে ইচ্ছে হয় বাংলা গান।

কী জাদু বাংলা সংগীতে,
সুর শুনলে মন চায় নাচতে।
বন্ধু-আত্মীয় সবার সাথে,
হাসি-খুশিতে দিন কাটে।

মাঠের ধারে কাশফুলের ঘ্রাণ,
হৃদয়ের মাঝে জাগায় প্রাণ।
কী করে বোঝাব তোমায়—
কত আনন্দ হয় দুর্গাপূজায়!

- ১৯ অক্টোবর ২০২৫

বোলতা কহে, বোলতানি

বোলতা কহে, বোলতানি,
খাসা তোর গুনগুনানি।
শুনলে তোর গান,
ভরে ওঠে মন-প্রাণ।
রাত হোক বা ভোর,
শুনতে গান তোর,
ছুটে আসবে সবাই–
দিল্লি হোক বা মুম্বাই।
এমন সুর পাবে কোথায়?
ছত্রিশ রাগিনী তোর গলায়।

আয় রে বাঘ,
নিয়ে ঢাক,
আয় রে হেঁটে আয়।
আয় রে বানর,
নিয়ে কাঁসর,
আয় রে হেথা আয়।
আয় রে শিয়াল,
আয় রে বিড়াল,
আয় রে পেঁচা-প্যাঁচানি,
গাছের তলায় এখুনি!
গান গাইবে বোলতানি।

• ১৪ জানুয়ারি ২০২৬

ও পাড়ার টিয়া

ও পাড়ার টিয়া,
নাম তার রিয়া।
শোনে না কারোর নিষেধ–মানা,
চষে বেড়ায় সারা আকাশখানা।

সারাদিন সে ঘুরে বেড়ায়,
উড়ে উড়ে গান গায়।
করে না সে কোনো উৎপাত,
চুপটি করে খায় দুধ–ভাত।

কাঁচা লঙ্কা খায় চিবিয়ে,
ঘুমোয় আলো নিবিয়ে।
বিড়াল, কুকুর কিংবা হস্তী —
সবার সাথেই তার দোস্তি।

• ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ফুটলো ভোরের আলো

দাদারে! দাদা, আর
থেকো না শুয়ে;
দেখো এবার
আকাশ পানে চেয়ে।
যাচ্ছে মুছে
আঁধার কালো,
ফুটছে ধীরে
ভোরের আলো।

আর থেকো না ঘুমিয়ে,
দেখো ওদিকে তাকিয়ে।
গাছের ডালে পাখি সব–
মধুর সুরে জুড়েছে কলরব।

ওঠো দাদা, ওঠো রে!
ঘুম ভেঙে ওঠো রে।
সূর্যি মামা ওঠার আগে,
বাবা-মা জাগার আগে;
আমরা উঠব জেগে–
সবার আগে আগে!

• ২২ নভেম্বর ২০২৫

তেপান্তরের সাপুড়ে

এক যে ছিল সাপুড়ে,
খেলা দেখাত দুপুরে।
পুকুর পাড়ে সে বসত,
কত যে সাপ আনত!

সাপে ভরা ঝুলি নিয়ে,
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে,
দেখাতে আসত খেলা,
নির্জন দুপুরবেলা।

ঝুলিতে ঝাঁপি সাজিয়ে,
হাতের ডুগডুগি বাজিয়ে,
হেঁটে আসত সাপুড়ে।
ডেকে উঠত হাঁক ছেড়ে:
“দেখবি যদি সাপের খেলা,
চলে আয় রে এই বেলা!
কী সাপ আছে এই ঝুলিটায়,
দেখবি যদি জলদি আয়!”

খেলার শেষে সাপুড়ে,
গুছিয়ে নিয়ে তার ঝুলি,
হেঁটে যেত মেঠো পথ ধরে,
হাওয়ায় উড়িয়ে ধূলি।

• ২৫ আগস্ট ২০২৫

এপার—ওপার গঙ্গা

এপার-ওপার গঙ্গা,
   মাঝখানে ভাসে নৌকা।
নৌকায় বসে মাঝি,
   গঙ্গা দিচ্ছে পাড়ি।

এপারের এই গঙ্গা ঘাটে,
   লোকেরা নাইতে নেমেছে।
ওপারের ওই গঙ্গা ঘাটে,
   টিয়ের ঝাঁক নেমেছে।

গাছে বসে চড়ুই,
   গাইছে, সুমধুর গান;
গঙ্গায় লাফিয়ে রুই,
   খেলছে, ঢেউয়ের টান।

• ৩১ আগষ্ট ২০২৫

রঙিন সকাল

সূর্য উঠেছে গগনে,
ফুল ফুটেছে বাগানে।
বাজছে ঘন্টা মন্দিরে,
বইছে হাওয়া উত্তরে।

চাষি যায় মাঠে,
লাঙল কাঁধে নিয়ে;
খোকন মন দেয় পাঠে,
বই–খাতাটি নিয়ে।

মাছেরা খেলা করে নদীর জলে,
রোদ্দুর হাসে ঢেউয়ের তলে।
অলি ওড়ে আপন ছলে,
বাগানের এই ফুলে–ফুলে।

এই সব দেখতে লাগে বেশ!
স্রষ্টার হাতে গড়া—
কী সুন্দর এই দেশ!

• ০৩ জুলাই ২০২৫

মামার বিয়ে

ওরে ও খোকা,
যাচ্ছ কোথায় একা?

তবে শোনো টিয়ে,
আজ মামার বিয়ে!
যাচ্ছি ফুল তুলতে,
মালা দেবো গেঁথে।

আসবে মনে করে,
রূপকথার নগরে।
মামার হবে সেখানে—
বিয়ে মামির সনে।

তখন বলল টিয়ে,
"দেখতে যাবো বিয়ে!
ডানাই ভর দিয়ে,
ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে।"

• ১৬ আগষ্ট ২০২৫

মন জয়ের চেষ্টা

হঠাৎ দেখি চাঁদ উঠেছে কালীঘরের মাথায়,
মনটা যেন নেচে উঠল চুপিসারে হায়!
ভাবনাতে গান এল তাই, গেলাম ছাদে ছুটে;
নিভৃত কোণে আপন মনে, কলম নিয়ে হাতে
লিখে ফেললাম আস্ত একটা প্রকৃতিরই গান,
মনটা ভরে উঠল ভালোবাসার টানে প্রাণ।

নিচে নেমে আসছি যখন, পুকুর-জল হঠাৎ বলে ওঠে—
"আজকের রাতটা ভরাও তোমার গানের স্রোতে!"
এমন সময় কোথা থেকে প্যাঁচার ঝাঁক ছুটে এসে
বলে—"তোমার গান শুনব আমরা গাছের ডালে বসে!"
কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলি, "শোনাতে তো চাই,
তবলা-গিটার কিছুই তো নাই; বলো, কী করে শোনাই?"

হাওয়ার দোলায় গাছপালা আর ঝিঁঝিঁরা সব কয়,
বলল—"আমরাই দেব সুর, নেই তো তোমার ভয়।"
ছুটে এল জোনাকিরা, বলল—"আলো দেব,
তোমার গানের মঞ্চ সাজিয়ে, রূপে রাঙিয়ে দেব!"
ফুলেরা সব হাসতে হাসতে বলে—
"আমরা আছি তোমার সাথে,
রঙিন সাজে সাজিয়ে দেব তোমার মঞ্চটিকে।"

কোথা থেকে জানো, হঠাৎ হাজির হল
গিরগিটি আর ব্যাঙের দল।
বলল তারা হেঁকে—
"আমরা আজকে রাত জাগব, সবাই একসাথে!"
পিছু থেকে কে যেন বলল—
"আজকে ভরিয়ে তোলো রাত তোমার গান দিয়ে।"

কি আর করি! খুলি খাতা, গাইতে শুরু করি,
গানে গানে এই জগৎটাকে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করি।

• ২৮ জুন ২০২৫

খোকার বিয়েবাড়ি

ডানায় ভর দিয়ে,
আয়রে আয় টিয়ে,
ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে,
দেখব আজ বিয়ে!

পদ্মদীঘির ঘাট পেরিয়ে,
তেপান্তরের মাঠ হয়ে,
রূপসাগরের দেশে গিয়ে,
দেখব আজ বিয়ে!

বাগানের ফুল নিয়ে,
উপহার দেব গিয়ে,
তোদের সঙ্গে নিয়ে,
দেখব আজ বিয়ে!

• ২১ অক্টোবর ২০২৫

তালপুকুরের মাঠে

সূর্য উঠেছে আকাশে,
আলো ছড়ায় চারিধারে।
আজকে মোরা খেলতে যাব,
তালপুকুরের মাঠের ধারে।

মাঠের ধারে সার বেঁধে সব
দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ।
ধ্যানমগ্ন বক পুকুরপাড়ে—
ধরবে বলে মাছ!

হাওয়ায় পুকুরের শীতল জল
করছে টলমল;
সূর্যকিরণে রূপোর মতো
করছে ঝলমল।

সবাই মিলে খেলব মোরা
মেতে থাকব আনন্দে,
সারাটা দিন কাটবে সুখে
খেলার নতুন ছন্দে!

• ১৯ জুলাই ২০২৫

রান্নার মাস্টার

ওরে বাবা ভজারে,
কোথা যাস দুপুরে?
কী নিয়ে বস্তায়,
হেঁটে যাস রাস্তায়?
বাজার নিশ্চয় বস্তায়?
পেয়েছিস কি সস্তায়?
ভালোমন্দ কিছু কিনেছিস?
বাজার যা করেছিস–
আয় দেখি নিয়ে,
বলব তোকে খেয়ে।
কোনটা ভালো হবে,
কোনটা খারাপ তবে?
কোন খাবার খেলে
হবি ভালো ছেলে?
জানতে চাস যদি,
চলে আয় জলদি।

চীনারা কি খায়?
তাও বলব ভাই।
প্যারিসের রান্না!
খেতে লাগে বেশ;
একদিন খেলে ভাই,
থাকে ক'দিন রেশ।
যাবি তুই কলকাতা?
ওটা মিথ্যে কথা!
ওসব তোর চালাকি!
আমি বোকা নাকি?
সবসময় পালাই-পালাই
করিস কেন ভাই?
বোস্ দেখি এখানে,
রান্নাটা আগে শিখে নে।
বসলি কেন ভাই?

একবারে যাচ্ছেতাই!
কড়াই-খুন্তি নামিয়ে
আসবি খাতা নিয়ে।
এইসবও কি শেখাতে
হবে আমাকে?
বুদ্ধি নেই ঘটে!

ঝটপট দোতলায় গিয়ে,
কড়াই-খুন্তি আন নামিয়ে–
শেখাব তোকে আজ রান্না।
কি বললি? পারব না!
তুই থাকতে আমি-এ!
আনব সব নামিয়ে!
আস্তে নামা, ধরছি দাঁড়া;
বুঝি না বাপু, এখনকার
ছেলেদের কিসের এত তাড়া।
সেই তো আমায় ঘামালি;
যা বললাম, সব নামালি;
হাই, তুললি যে বটে!
বোস্ দেখি ঘাসেতে।
কিভাবে করে দই?
কিভাবে বানায় খই?
শিখতে গেলে রান্না–
করতে হবে গণনা!
ঝাল কত? নুন কত?
দিতে হবে প্রয়োজনমতো।
বানাবো আজ পেয়ারার চাটনি!
কিংবা কলার ঘুগনি!
কিভাবে বানায় লালামি?
পায়েস বানাবো রুই...
কি বললি তুই?
এসব নাকি পাগলামি!
কোপ্তা, পোলাও, বিরিয়ানি,
সবই রাঁধতে জানি।
এই তো সেদিন, কার বিয়েতে

গিয়েছিলাম রান্না করতে।
হাঁড়িতে চাল দিয়ে
দিলাম, হলুদ-লঙ্কা মিশিয়ে
আর দিলাম পেঁয়াজ-আদা
হয়ে গেল বিরিয়ানি রাঁধা।
ময়দা দিয়ে রসগোল্লা বানিয়ে–
দিলাম চিনির রসে ডুবিয়ে।

কি বললি, তুই?
এসব যাচ্ছেতাই বকুনি!
বুঝতে গেলে বুদ্ধি লাগে!
বলেছিলাম তখুনি।
চুপ করে, বস দেখি এখানে–
রান্নাটা আগে শিখে নে।
রান্না আজ শেখাবই–শেখাব।
না শিখবি তো, কাগজে
লিখে জল দিয়ে খাওয়াব।
না ঢুকলে মগজে–
মাথা ফুটো করে ঢোকাব
রান্না আজ শেখাবই–শেখাব।
উঠলি কি মনে করে!
এসেছিস আমায় জ্বালাতে?
ইচ্ছে করে এসব বদমাশদের
মনের সুখে মারতে!
আরে আরে, যাচ্ছিস যে পালিয়ে!
ধরতে পারলে কান দেব পেঁচিয়ে।

• ১৬ নভেম্বর ২০২৫

কালো মেঘে

কালো হয় চারিধার,
　আলো যায় ঘুচে,
মেঘ ঢেকেছে আকাশ,
　যত নীল মুছে।

কালো মেঘে
　সাদা বকের সারি,
ডানা মেলে
　উত্তরে দিচ্ছে পাড়ি।

লাইটের ঝলকানিতে
　মেঘ গুড় গুড় করে।
আষাঢ়ের শেষে এই
　মেঘ কত ঝড় তোলে।
বাঁশি হাতে রাখাল ছেলে,
　গরু নিয়ে গোয়ালে ফেরে।
তাই দেখে চাষী ভাই,
　লাঙল কাঁধে বাড়ি ফেরে।

• ১৮ আগষ্ট ২০২৫

টিয়া–ময়না

ও পাড়ার ওই ময়না,
নামটি তাহার জানি না।
এ পাড়ার ওই টিয়া,
নামটি তাহার রিয়া।

দুজনে কেন কথা কয় না?
আমি তো বাপু বুঝি না!

• ০৩ অক্টোবর ২০২৫

মাছের বিয়ে

আগডুম, বাগডুম,
ডুমডুমাডুম ডুম!
জলের তলায় বাজনা বাজে,
কিসের এত ধুম?

ইলিশ নাচে! কই নাচে!
নাচে চারাপোনা!
আজকে নাকি বিয়ে করবে
মাগুর মাছের ছানা।

• ২৬ আগষ্ট ২০২৫

অ-আ, ক-খ

ময়না রে ভাই ময়না,
  কেন কথা কও না?
অ-আ, ক-খ পড়োনি?
  বাংলা ভাষা শেখোনি?

বাংলা ভাষা শিখতে চাও?
  এসো, এসো—ভয় কেন পাও?
লাগবে নাকো টাকা-পয়সা,
  শুধু চাই একটু ভালোবাসা।

বাংলা ভাষা—মধুর ভাষা,
  মোদের প্রিয় মাতৃভাষা।
শেখো যদি বাংলা ভাষা,
  পূরণ হবে মনের আশা।

• ১০ আগস্ট ২০২৫

কমলা গ্রামের ভোলা

আমার নাম ভোলা
ডাকনাম হেলা
গ্রামের নাম কমলা
থাকি আমি একলা।

খাই-দাই
বাজনা বাজাই।
যখন যা পাই,
তা দিয়ে পেট চালাই।

ফেটে গেল বাজনা,
কাজ খুঁজে আর পাই না।

কী করবো ভেবে না পাই,
কাজ না পেয়ে ঘুরে বেড়াই।
আমার একটা কাজ চাই,
কাজ দেবে কি তুমি ভাই?

চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই—
করব আমি একাই।
সকাল থেকে সন্ধ্যে,
কাজ করব মন দিয়ে।

• ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ছোট্ট গ্রাম

শ্যামল নিয়ে ঝুড়ি,
বিক্রি করে চুড়ি।
গ্রামের থুত্থুরে বুড়ি,
খাচ্ছে চিবিয়ে মুড়ি।
আকাশে উড়ায় ঘুড়ি,
ছেলেরা গোটা কুড়ি।

খোকা ফিরবে বাড়ি,
চেপে গরুর গাড়ি।
কোমরে নিয়ে হাঁড়ি,
যাচ্ছে মেয়েরা বাড়ি।
পরনে লাল শাড়ি,
খোঁপায় ফুলের কুঁড়ি।

• ০৭ নভেম্বর ২০২৫

খোকার বায়না

এসো চাঁদ, এসো না,
মেটাও খোকার বায়না।
একটা পুতুল, একটা টিপ,
আর একটা ছোট্ট প্রদীপ।

চাঁদ মামা, চাঁদ মামা,
পূরণ করো যদি
খোকার বায়না।
তবে খোকার
যখন দেবো বিয়ে,
নেমন্তন্ন করব তোমাকে
পান–সুপারি দিয়ে।

• ২১ জুন ২০২৫

ময়নার বিয়ে

সূর্য হাসে আকাশ জুড়ে,
ফুল ফুটেছে ডালে,
ময়না পাখির বিয়ে হবে
এমন শুভ কালে।

গলায় মালা দিয়ে,
মাথায় টোপর পরে,
করতে যাবে বিয়ে
বাঘের পিঠে চড়ে।

ময়নার শ্বশুরবাড়ি গেলে
মজার ভোজন হবে,
তাইতো সবাই মিলে
ময়নার শ্বশুরবাড়ি যাবে।

গজা, মিষ্টি, দই,
ইলিশ, মাগুর, কই;
যা চাইবে খেতে,
সবই আসবে পাতে।

চেটেপুটে পরিষ্কার করে
খাবারটুকু খেও,
বেশি বেশি খাবার নিয়ে
নষ্ট করো না কেউ।

• ১৭ আগস্ট ২০২৫

আষাঢ়ের বর্ষায়

মেঘ করেছে আকাশ কালো,
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো।
ওরে খুকু, কোথায় গেলি?
জানালাগুলো বন্ধ করলি?

আজকে রাতে করব খিচুড়ি,
এই বেলা খেয়ে নে মুড়ি।
আষাঢ়ের এই বৃষ্টিতে,
মন চায় খিচুড়ি খেতে!

তাইতো খিচুড়ি হবে আজ,
সঙ্গে থাকবে ইলিশ মাছ।

এই বৃষ্টির দিনে
খিচুড়ি খেতে,
কার লাগে না মজা?
সঙ্গে যদি থাকে
ইলিশ মাছ ভাজা।

যদি খেতে চাও খিচুড়ি,
এখানে এসো এখুনি।
চাই না কোনো টাকা-পয়সা,
শুধু চাই একটু ভালোবাসা!

- ০৮ আগষ্ট ২০২৫

আজকের এই রবিবারে

আজ হলো রবিবার,
নেই কোনো কাজের ভার।
করবো আনন্দ প্রাণভরে!
আজকের এই রবিবারে।

আজকের এই খুশির দিনে
প্রকৃতি সেজেছে নতুন রঙে।
ঘর ছেড়ে আজ মুক্ত হাওয়ায়
মন হারিয়ে যায় মেঘের ভেলায়।

ছুটি মানেই মাতামাতি আর বাঁধনহারা প্রাণ,
ঠোঁটের কোণে সুর তোলে আজ প্রিয় বাংলা গান।
কী জাদু যে লুকিয়ে আছে গানের এই সুরে,
নাচতে ইচ্ছে করে শুধু গানের নেশার ঘোরে।

আজকের এই ছুটির দিনে,
খুশির আনন্দ জাগে মনে—
উল্লাসে মন দেয় যে সাড়া,
আজ মন যে আমার বাঁধনহারা।

• ০৭ আগস্ট ২০২৫

মনোহর গ্রাম

গ্রাম আমাদের মায়ার আঁচলে মোড়া অতি মনোহর!
চারিদিকে গাছপালা আর ছোট-ছোট ঘর।
মাঠে মাঠে চড়ে গরু, রাখাল বাজায় বাঁশি,
আপন মনে মাঠে কাজ করে, এ গাঁয়ের চাষি।

সোনার ফসল ফলে, খেত ভরা ধান।
ধান তোলে গোলায় গান গেয়ে কিষাণ।
হেথা নেই কোনো হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ,
সম্প্রীতির এই বন্ধন যেন, হয় না কভু ছেদ।

রোদের আলোয় ঝিকিমিকি করে পুকুরের জল!
ফুলে ফুলে অলি ওড়ে,খেলে মধুর ছল।
গাছের ডালে পাখি সব মধুর সুরে জুড়েছে কলরব,
ভরে যায় চারিদিক ফুলের সৌরভ।

• ১৯ জুন ২০২৫

গল্প হবে

নাম তার রানি,
শোনায় লোকেদের বাণী।
(— গাঁয়ের রানী জন্ম বোবা?
কি করে শোনাবে বাণী, বল তা!)
সে তো নয় এ গাঁয়ের,
অচিন দেশের এক ভিন গাঁয়ের।
বাস করে সে একা একা...
(—বাবা-মা'র কি মিলল দেখা?)
বাবা-মা গেছেন স্বর্গে।
(— ও! তা গেল কী করে স্বর্গে?)
তোর কাঁধে চেপে!
এত জ্বালালে কি গল্প হবে?
গল্প বলা কি অতই সোজা?
বকর-বকর বন্ধ করে—
এখান থেকে পালিয়ে যা!

• ২৭ জুন ২০২৫

টিয়া পাখি

টিয়া পাখি, টিয়া পাখি,
যাচ্ছো কোথায় দিয়ে উঁকি?

যাচ্ছো বুঝি খাবারের খোঁজে?
তাহলে এসো আমার কাছে।

খাবার আনছি রাশি রাশি,
রেঁধেছে আমার মা-মাসি।
শেষে থাকবে দই-মিষ্টি-গজা
কিনে এনেছে চাকর ভজা।

• ২২ জুলাই ২০২৫

আয় দাদা

আয় দাদা, বাড়ি আয়!
   মামা এসেছে, দেখবি আয়।
মিষ্টি এনেছে, এক হাঁড়ি!
   কাল যাবে নিয়ে মামাবাড়ি।

মামার বাড়িতে ভারি মজা
   খাব মোরা দই-মিষ্টি-গজা!
ইলিশ-মাগুর-পাবদা-কই
   সাথে আনন্দ, আর হইচই!

• ১৬ জুলাই ২০২৫

গজা রাজ্যের রাজা

এক যে ছিল রাজা,
নামটি তাহার ভজা,
রাজ্যের নাম গজা,
খেত সে আলুভাজা।

শোনো যদি মন দিয়ে
সেই রাজ্যের কথা,
হাসতে-হাসতে তোমার
পেটটি হবে ব্যথা।

হাসতে হবে দুপুর-রাত-ভোর
না হলেই শাস্তি হবে কঠোর।
কান্না পেলেও হাসতে হবে,
কাঁদতে গেলে খাজনা লাগে।

দিনের বেলায় ঘুমোও সবাই
জাগো গভীর রাতে,
এমন আজব নিয়ম চলে
গজা রাজার হাতে।

বাকি কথা বলব পরে
সময় করে মেপে,
কলকাতা যেতে হবে
রেলগাড়িতে চেপে।

• ২৭ জুলাই ২০২৫

ও টিয়া

টিয়া পাখি, টিয়া পাখি—
ভালো লাগে তোমার গান!
ডানা মেলে যাচ্ছ কোথায়?
ভরিয়ে দাও গেয়ে প্রাণ।

টিয়া পাখি, টিয়া পাখি—
যাচ্ছো কোথায় দিয়ে উঁকি?
এসো আমার কাছে—
পড়বো ‘রূপকথার খুকি’।

আকাশ থেকে নেমে এসে
বসো আমার পাশে।
খেতে দেব চিঁড়ে-গুড়
কিংবা মুড়ি-চানাচুর।

• ০৪ জুলাই ২০২৫

দুটি কবিতা

১

যাচ্ছ কোথায় একলা একা,
মেলে দিয়ে রঙিন পাখা!
সন্ধে বেলা পড়ার ঘরে
মন দিয়ে সবাই পড়া করে।
বাঁধা-ধরা সেই নিয়ম ভেঙে
উড়ছ তুমি আকাশ পানে—
পড়াশোনায় দিচ্ছ ফাঁকি,
করে না কেউ বকাবকি!

হেডস্যারের মতো চোখটি করে
তাকাও যদি আমার দিকে,
ভাবছো বুঝি ভয় পেয়ে আজ
পড়বো আমি বিষম শোকে?
মা বলেছে— "দোষ না করলে
ভয় পাবি না কারোর ছলে!"
তাই যতই চোখ রাঙাও তুমি,
ভয় পাবো না একটুও আমি।

২

আয়রে খোকন, বাড়ি আয়
ভাত খেয়ে শুবি আয়।
বিকেলে যাব মামার বাড়ি,
সঙ্গে নিয়ে মিষ্টির হাঁড়ি।

• ১৮ মার্চ ২০২৫

শেখাও আমায়

ফুল তুমি কেমন করে
মন জয় করো সবার?
আমায় শেখাও তুমি
হতে চাই মনোভার।

উদ্ভিদ, বলো তো তুমি
হও কী করে বন্ধু সবার?
আমায় শেখাও তুমি
হতে চাই বন্ধু সবার।

চাঁদের আলোয় হাসে
দুঃখ-ক্লান্ত প্রাণ
চাঁদ মামা, শেখাও আমায়
কি করে হয় দান।

শিখি যদি প্রকৃতি থেকে,
মানুষ হবো সত্য!
কর্মক্ষেত্রে ফুটবে তখন
আলোকভরা মত্ত্য।

• ২৬ এপ্রিল ২০২৫

টিয়ের বিয়েতে পেঁচা

“যাচ্ছ কোথায় একলা একা,
মেলে দিয়ে রঙিন পাখা!
সাঁঝের বেলা পড়ার ঘরে–
মন দিয়ে সবাই পড়া করে;
বাঁধা-ধরা সেই নিয়ম ভেঙে
উড়ছ তুমি আকাশ পানে!
পড়াশোনায় দিচ্ছ ফাঁকি,
করে না কেউ বকাবকি?”

“আরে আরে, খোকন!
আজ যে আমার নিমন্ত্রণ।
তাই রঙিন পাখায় ভর দিয়ে
দেখতে যাচ্ছি টিয়ের বিয়ে।
যাবে কি আমার সাথে–
পদ্মা দীঘির ঘাটে?

সানাই বাজে মিষ্টি সুরে
করবো আনন্দ প্রাণভরে।
খাব আজ পেটটি পুরে
দেখব বিয়ে দুচোখ ভরে।

ইলিশ, মাগুর, পাবদা, কই,
গজা, মিষ্টি, টাটকা দই;
যা চাইবে খেতে,
সবই আসবে পাতে!

চাঁদের আলো সাক্ষী রেখে,
পদ্মা দীঘির ঘাটের কাছে!
টিয়ে করবে বিয়ে,
সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে।”।

• ১৯ আগস্ট ২০২৫

কলকাতা যাবে বাঘ–সিংহ

চশমা পরে বাঘ মামা,
যাবে এবার কলকাতা;
পায়ে দিয়ে কালো জুতা,
সঙ্গে রঙিন প্যান্ট–জামা।

কলকাতা যাবে বেড়াতে,
মোটরবাইক নিয়ে।
সিংহ যাবে বাঘের সঙ্গে,
কলকাতা দেখতে।

ঘরে বসে সিংহ মামা
করছে গভীর কল্পনা—
প্রথমে কোথায় যাবে তারা,
সেটা নিয়েই বাঁধে জল্পনা।

এমন সময় হাজির হল
এক খুদে ইঁদুরছানা।
অঙ্ক কষে বলে দিল—
“প্রথম গন্তব্য, নৌসানা!

রুই, কাতলা, ইলিশ, কই—
ল্যাংচা, গজা, সন্দেশ, দই;
স্বাদ যদি নাও একবার,
মন চাইবে খেতে বারবার!”

• ০২ আগস্ট ২০২৫

ওরে খুকু, বাড়ি আয়

ওরে খুকু, কোথায় গেলি?
বাড়ি আয় রে তাড়াতাড়ি।
মেঘ করেছে আকাশ কালি,
বৃষ্টি নামবে এখনি!

জামা-কাপড় আছে মেলা,
তুলে নে রে এ বেলা।
জানালাগুলো বন্ধ করে,
চুপটি করে বস্ ঘরে।

• ১১ আগস্ট ২০২৫

যা ইচ্ছে তাই

তল্পি–তল্পা নিয়ে
লোক হাঁটে হনহনিয়ে।
মিষ্টির দোকানে গিয়ে
অলি ওড়ে বনবনিয়ে।
বাসনপত্র ফসকে গিয়ে
মেঝেতে পড়ে ঝনঝনিয়ে।
শীতকালের হাওয়া খেয়ে
দাঁত ওঠে কনকনিয়ে।

কে যেন মন দিয়ে
গিটার–তবলা নিয়ে
গান করে গুনগুনিয়ে,
মশা ওড়ে ভনভনিয়ে।

• ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

ময়না ও টিয়ের বিয়ে।

ও পাড়ার ওই ময়না,
বেশি কথা কয় না।
এ পাড়ার ওই টিয়া,
নামটি তাহার রিয়া।

আজকের এই ফাল্গুনে,
টোপর মাথায় দিয়ে—
ময়না করবে বিয়ে,
টিয়া পাখির সনে।

• ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দুষ্টু একটা কাঠবিড়ালি

দুষ্টু একটা কাঠবিড়ালি
এই বাগানের মালি।
সকাল থেকে সন্ধ্যাবেলা
চলে তাহার নাচন-খেলা।

শোনে না কোনো নিষেধ মানা
চষে বেড়ায় সারা বাগান খানা।
ভাব দেখায় ষোলো আনা,
যেন সবকিছুই তার জানা।

ইঁদুর এলে যায় তেড়ে
ফল নিয়ে গাছে চড়ে
খায় বসে মজা করে!
আমি গেলেই পালাই দূরে।

বাগানের ওই ফল চুরিতে
পেটটা করেছে ভারি।
দুষ্টু একটা কাঠবিড়ালি
এই বাগানের মালি।

• ১৪ অক্টোবর ২০২৫

চৈত্র মাসের দুপুরে

চৈত্র মাসের দুপুরে,
  বসে ছাদের উপরে,
গান গায় টিয়ে,
    ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে।
গান শুনে খোকা নাচে,
          দুটি বাহু তুলে।
খোকার এই নাচ দেখে,
            খুকুমণি নাচে!

- ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

খোকার মামাবাড়ি

আয় খোকা, ঘরে আয়,
মাখা ভাত যে কাকে খায়!
বিড়ালছানা এক ধ্যানে,
তাকায় তোর ভাতের পানে।

কই রে খোকা, বাড়ি আয়,
ভাত খেয়ে শুবি আয়।
বিকেলে যাবো মামার বাড়ি,
যেতে চাইলে, করিস না দেরি।

মামার বাড়ির মামা-মাসি
দেবে খেলনা রাশি রাশি।
দাদু-দিদার ভালোবাসায়
কাটবে দিন হাসি-খেলায়।

গজা, মিষ্টি, টাটকা দই,
ইলিশ, মাগুর, পাবদা, কই;
আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা,
মুড়ির সাথে চপ-সিঙাড়া।

যা খেতে তুই চাইবি, খোকা,
করবে না কেউ মানা;
বাজার থেকে আনবে কিনে
রকমারি সব খানা।

• ১২ আগস্ট ২০২৫

হতাম যদি

হতাম যদি ফুল,
মুছে যেত সমস্ত ভুল।
স্নিগ্ধ হেসে দিতাম সাড়া,
জাগাতাম মনে খুশির ধারা।

হতাম যদি রাজা,
দোষীদের দিতাম সাজা।
হতাম যদি গাড়ি,
দিগন্তে দিতাম পাড়ি।

হতাম যদি বৃক্ষ,
থাকত না কেউ অভুক্ত।
ক্লান্ত পথিক আসত ধেয়ে,
জুড়াত প্রাণ ছায়াতলে শুয়ে।

হতাম যদি ময়না,
মেটাতাম সবার বায়না।
হতাম যদি টিয়ে,
ভরাতাম মন গান গেয়ে।

• ২৫ জুন ২০২৫

খোকার বিয়ে

চাঁদ উঠেছে আকাশে,
ফুল দোলে আজ বাতাসে;
খোকা যাবে বরের বেশে
খুকুমণির সেই দেশে।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছে খোকা,
পায়ে জুতো জোড়া;
হাতে নিয়ে ফুলের তোড়া,
বিয়ে করতে চলল খোকা।

রজনীগন্ধার মালা পরে
পাড়া-পড়শির সাথে,
খোকা যাবে বিয়ে করতে
ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

আমার খোকা আনবে কাল
লাজুক মুখে বউ,
বরণ করে তুলব ঘরে
মিষ্টি খোকার বউ।

• ২১ অক্টোবর ২০২৫

কাসির কাজের বাজনা

আমার নাম কাসি
আমি খেতে ভালোবাসি!
পেটটি ভরে যখন খাই
আনন্দেতে বাজনা বাজাই।

ফেটে গেল বাজনা
কাজ আর জোটে না।
কী করব ভেবে না পাই,
পথ ভুলে শুধু ঘুরে বেড়াই।

আমার একটা কাজ চাই।
কাজ দেবে কি তুমি ভাই?

কেউ দেয় না কাজ,
তাই তাড়াই পুকুরের মাছ।
মাঝে মাঝে আমি
উনুনে জ্বেলে খই ভাজি।

• ২০ আগস্ট ২০২৫

ময়ূরের বিয়ে

ডুমাডুম, ডুমাডুম, বাজনা বাজে!
ময়ূর সেজেছে বরের সাজে।
ময়ূর করতে যাবে বিয়ে,
বনের পাখিদের সঙ্গে নিয়ে।

আজকে তার বিয়ে,
তাই এক ঝাঁক টিয়ে।
মাথায় টোপর পরে,
উড়ে এসে গান ধরে।

বকের ধুতি পরে,
মাছরাঙা ফূর্তি করে।
এই দেখে, মালা গলায়
নৃত্য করে বরমশাই!

• ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

হাবুর শ্যালক

চোখ খুলে দেখো হাবু
আমি তোমার শালাবাবু।
এলাম আমি কেমন করে
বলবো সে সব কাল দুপুরে।

পেয়েছে ভীষণ খিদে
খেতে দাও আগে।
ঘরে আছে যত খাবার
তাই দিয়েই করি আহার।

তুমি বাপু যাও বাজারে
দই–গজা, মুড়কি–চিঁড়ে,
মাছ–মাংসও থলি ভরে!
ঝটপট আসবে নিয়ে।
খাব আজ পেট পুরে,
হাতের কব্জি ডুবিয়ে।

প্রথমে চাই মাছ ভাজা,
নইলে খেতে লাগে না মজা।
পটল, বেগুন, শিম ভাজা–
না পেলে দেব কড়া সাজা!

তারপর এসো নিয়ে গোবিন্দভোগ চাল,
সঙ্গে যেন থাকে মাংস আর মুগের ডাল।
আর চাই ঝিঙে–আলু–পোস্ত,
যেটা বাবা খেতে ভালোবাসতো।

সবার শেষে দেবে
দই, মিষ্টি, চাটুনি।
খেয়ে বলব ভেবে—
তুমি কেমন রাঁধুনি!

• ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাগানের মালি কাঠবিড়ালি

কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি,
তুমি কি বাগানের মালি?
সারা বাগান ঘুরে বেড়াও,
মিষ্টি ফলটি পেড়ে খাও।
আমি এলে কেন পালাও?
আমাকে কি ভয় পাও?
কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি।
তুমি কি বাগানের মালি?

• ০৮ অক্টোবর ২০২৫

হাবু ও ডাক্তারবাবু

বিকেল থেকে হাবু,
পেটের ব্যথায় কাবু!
তাই ডাক্তারখানা গিয়ে
বলল কেঁদে করুন সুরে—
“পেটে হচ্ছে ভীষণ যন্ত্রণা,
তাই এলাম ডাক্তারখানা।
বাঁচান আমায় যাহোক করে,
ইনজেকশন কিংবা ওষুধ দিয়ে।”

“আজকাল কী খেয়েছিলে?
তা বল তো আমায় খুলে।”

“নেমন্তন্ন করেছিল কালকে
আমাদের পাড়ার ভজা দাদু—
মেনুতে যা ছিল আয়োজন,
পেট পুরে তা করেছি ভোজন।
ভাত-ডাল, দই-মিষ্টি-গজা—
খেতে লেগেছিল ভীষণ মজা!
আজ সকালে বৃষ্টি যখন
হচ্ছিল রিমঝিম,
খেয়েছিলাম খিচুড়ি আর
কালকের ভাজা ডিম।”

শুনে ডাক্তার ব্যঙ্গ করে
বলল কথা নরম সুরে—
“আগে দেখি তোমার ওই চোখ,
দেখব পরে পেটের রোগ!”

বড় বড় চোখটি করে
হাবু বলে করুণ সুরে—
“ব্যথাটা হচ্ছে আমার পেটে,
তবে দেখো কেন চোখটি ঘেঁটে!”

“কালকের সেই ভাজা ডিমটা
চোখে যদি দেখতে,
তবে কি সেটাকে তুমি
না ফেলে দিয়ে খেতে?
সুস্থ যদি থাকতে চাও,
বুঝে-শুনে খাবার খাও।
দই-মিষ্টি কিংবা গজা—
যতই লাগুক খেতে মজা,
বেশি খেলে ভাই নির্ঘাত
শরীরে হবে কুপোকাত!”

• ৫ আগস্ট ২০২৫

করলাম আজ প্রতিশ্রুতি

মাগো, আমি হব তোমার আদর্শ এক ছেলে,
সবার আগে জাগব আমি, নয়ন দুটি মেলে।

নিজের সব কাজ করব নিজে, হাসিমুখে, শান্তভাবে।
মিলেমিশে থাকব সবাই, আনন্দে আর উৎসবে।
করব না এমন কাজ, যাতে তোমার অপমান হয়।
সৎ পথে চলতে আমি পাব না কোনোদিন ভয়।

পড়ব আমি মন দিয়ে সারাটি দিন,
বড় হয়ে গড়ব ঘর তোমার জন্য একদিন।
তোমার জন্য কিনব চমৎকার এক গাড়ি,
গাড়ি চেপে আমরা দিগন্তে দেব পাড়ি।

• ১৪ জুলাই ২০২৫

মামার বাড়ি

খোকা যাবে মামার বাড়ি,
হাতে নিয়ে মিষ্টির হাঁড়ি।
মুখে তার মিষ্টি হাসি,
আনন্দে তাই বাজায় বাঁশি!

চেপে লাল মোটর গাড়ি,
মদনের সাথে দিচ্ছে পাড়ি।
সেথায় আছে মামা-মাসি!
খোকা আমার সদাই খুশি।

• ২৩ জুন ২০২৫

স্বপ্নময় সমাজ ২

আমাদের দেশে কবে আসবে সে আশার সমাজ
যেখানে মানুষ মানুষকে দেবে হৃদয়ের সাজ?
বিপদকালে থাকবে না কেউ একা
সহমর্মিতায় গড়া হবে নতুন এক রেখা।

ভয় নয়, মায়াই হবে মানুষের মূল,
মন হবে স্বচ্ছ—থাকবে না কোনো ভুল।
না থাকবে হিংসা, না কোনো ঝগড়া,
বদলার পরিবর্তে আসবে ভালোবাসার ধারা।

দোষ করলে শাস্তি নয়—আগে আসবে শিক্ষা।
ভালোবাসার পাঠই হবে মানবতার দীক্ষা।
কথায় নয়, মানুষকে চিনবে তার কাজে,
সততা থাকবে সবার হৃদয়ের মাঝে।

সেই সমাজে সব কাজই পাবে সমান মান,
ছোট-বড় ভেদাভেদ ভুলে দেবে হৃদয় দান।
যোগ্য হলে কেউ পাবে না সমালোচনার ভাষা,
প্রশংসাই হবে নিয়ম, ভালোবাসাই ভরসা।

• ১৯ এপ্রিল ২০২৫

খোকা ও কাঠবিড়ালি

কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি!
তুমি কি বাগানের মালি?
সকাল থেকে সন্ধে,
ছুটে বেড়াও বাগানে।

পড়াশুনা না করে,
বেড়াও ঘুরে ঘুরে।
বকে না কেউ তোমায়—
বাবা-মা কিংবা কাকাই?
কি হলো, মুখ ঘুরিয়ে
যাচ্ছো কোথায় পালিয়ে!

আরে, আরে, কাঠবিড়ালি!
গায়ে মেখে ধুলি,
চললে কোথায় শুনি!
ওরে দুষ্টু কাঠবিড়াল!
আমায় দেখে পালাচ্ছো বুঝি?

আমার বন্ধু টিয়ে
বাগানে যখন আসে,
তখন তুমি না পালিয়ে
খেলা করো তার সাথে।
আমার পোষা ময়না,
তাকে দেখেও যাও না।
তবে, আমি কেন এলে
তুমি সব কাজ ফেলে,
ছুটে গিয়ে গাছে চড়ে
আমায় দেখো বারে বারে?

কি করছো? বসে গাছে।
এসো আমার কাছে।
খেলা করব দুজনে
ফুলে-ফলে ভরা বাগানে।

করো না আর চালাকি!
নিচে নেমে এসো এক্ষুনি!
শুনতে কি পাও নি!
তুমি কানে কালা নাকি?

ভালো কথা যায় না কানে,
যতই মরি চেঁচিয়ে!
বিছুটি পাতা তুলে এনে,
গায়ে দেব লাগিয়ে!
নিজেকে মালি ভেবে,
খুব তো করছো বড়াই
দেখবে এক্ষুনি, লাগিয়ে দেব,
কাকার সাথে লড়াই।
মাথা ভরা গোবর তোমার
ঘুঁটে হচ্ছে শুকিয়ে;
দেখবে এক্ষুনি, গায়ে তোমার
পেনের কালি দেবো ছিটিয়ে।

কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি,
বাগানের হয়েছ মালি?
বল দেখি কোন মাসে
কাশ ফুল ফোটে?
বল দেখি কোন মাসে
আউশ ধান উঠে?
বল দেখি কোন ফুল
পাকে জন্মায়?
পত্র কেন সবুজ হয়?
জবা কেন লাল?
বল দেখি ভেবে আমায়
এসব কেন হয়?

ভাব দেখাও ষোলো আনা!
এসব কি আছে জানা?
ওরে দুষ্টু কাঠবিড়ালি!
না জেনেই হয়েছ মালি।
বাগানের করে ফল চুরি
পেট করেছো ভারি।

উত্তর না দিয়ে,
যাচ্ছ কোথায় সরে?
নিয়ে যাবো দাদুর কাছে,
লেজটি তোমার ধরে।

• ২২ অক্টোবর ২০২৫

আয়রে আয়

আয়রে বাদল,
বাজিয়ে মাদল!
আয়রে হেথা আয়।
আয়রে বেহারা,
বাজিয়ে সেতারা!
আয়রে হেথা আয়।
আয়রে কানাই,
বাজিয়ে সানাই!
আয়রে হেথা আয়।
আয়রে মীনা,
বাজিয়ে বীণা!
আয়রে হেথা আয়।

আয়রে কাশী,
বাজিয়ে বাঁশি!
আয়রে হেথা আয়।
আয়রে অলোক,
বাজিয়ে ঢোলক!
আয়রে হেথা আয়।
আয়রে ভোলা,
বাজিয়ে তবলা!
আয়রে হেথা আয়।
আয়রে কালা,
বাজিয়ে থালা!
আয়রে হেথা আয়।

আয়রে তোরা আয়–
পাখিরা যেথা
নিশ্চিন্তে গান গায়!
পশুপাখি যেথা
বাংলায় কথা কয়!
বাঘে-গরুতে যেথা
একঘাটে জল খায়!
সবাই যেথা
সবার বন্ধু হয়।

চাষী যেথা লাঙল নিয়ে,
গান গেয়ে মাঠে যায়;
বাউল যেথা দোতারা নিয়ে,
ঘুরে ঘুরে গান গায়।

দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা–
যে দেশে নাই।
স্বপ্নের সেই দেশে–
চলো ভেসে যাই।

• ১৩ জানুয়ারি ২০২৬



লেখক পরিচিতি:

সোহন ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত পূর্ণগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আশিস ঘোষ পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং মাতা নিবেদিতা ঘোষ একজন গৃহিণী।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকেই তিনি বিভিন্ন সাহিত্যধারায় লেখালেখি শুরু করেন। নিজের মাতৃভাষার পাশাপাশি তিনি আরও দুটি ভাষায় লেখালেখি করেন।

🍁 ফেসবুক পেজ:
https://www.facebook.com/share/18Afi8QTzZ/

🍁 পূর্ণভারতী **(** ফেসবুক গ্রুপ **):**
https://www.facebook.com/share/g/1AsptkAsx7/

🍁 আমার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে**: (About.me)**
https://about.me/sohanghosh

Notice:

This book has been independently published by the author. Every effort has been made to ensure that the content is accurate and free from errors. However, the author does not guarantee absolute accuracy.

This book has been created solely for the entertainment and enjoyment of children. All characters, events, and content depicted in this book are entirely fictional. No real persons, events, or situations have been portrayed. Any resemblance to actual persons or events is purely coincidental. The author shall not be held responsible for any harm, misunderstanding, or issues arising from the content of this book.

The author shall not be held liable for any loss, damage, or consequences arising directly or indirectly from the use of, or reliance on, the information contained in this book.

First digital edition published in 2026.